বাজেট পরর্বতী ধোঁয়াবিহীন তামাকের (জর্দ্দার) রাজস্ব বৃদ্ধি: বাস্তবতা

প্রকাশ: ২০২০

প্রকাশনায়:
টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ

প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২ কোটি ২০ লক্ষ (২০%) হলেও এর ওপর যথোপযুক্ত করারোপ, কর বৃদ্ধি ও কর আদায়ের বিষয়টি কখনোই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। যার ফলে সরকার মোটা অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে।

উদ্দেশ্য: ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য (জর্দা) এর মূল্য বৃদ্ধির ফলে বাজারে এর প্রতিফলন এবং ক্রেতার ওপরে এর প্রভাব নিরুপন।

গবেষণার পদ্ধতি: গবেষণাটি সম্পাদনের লক্ষ্যে Qualitative and Quantitative উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা হলেও এতে Semi Structural Questionnaire ব্যবহার করে Primary Data Collection পদ্ধতিতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

ফলাফল: গবেষণাটিতে দেশের ৬টি জেলা থেকে মোট ১২৫টি জর্দা প্যাকেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় (৪৬টি কোম্পানির ৫৪টি ব্র্যান্ড)। গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র ৫৬% ব্র্যান্ড এবং ৪৩% প্যাকেটে জর্দার মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, তবে এই বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ১-২ টাকা। গড়ে এই বৃদ্ধির হার মাত্র ১.৭২ টাকা। বাজেট অনুসারে, ৫ গ্রাম জর্দার দাম ২০ টাকা ধরা হয়েছিল, তবে বাজারে পাওয়া সমস্ত জর্দার দাম সর্বনিম্ন ৩ থেকে ১৬ টাকা ছিল। একইভাবে, বাজেট অনুসারে ১০ গ্রাম জর্দার দাম ৪০ টাকা হলেও বাজার ঘুরে দেখা যায়, ১০ গ্রাম জর্দা সর্বনিম্ন ৭ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০ টাকায় বিক্রয় করা হচ্ছে। এবং সবথেকে আশঙ্কার কথা হলো, বাজারে কোন পণ্যই বাজেট মূল্য অনুযায়ী বিক্রয় করা হচ্ছে না, যা একই সাথে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

উপসংহার: ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আদায়ে ট্র্যাকিং, ট্রেসিং ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যকে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং-এর আওতায় আনা এবং ছোট-বড় সকল তামাক কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসা। পাশাপাশি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা এবং নীতিতে ধোঁয়াবিহীন তামাক বিষয়ে সুনির্দ্রিষ্ট বিধান যুক্ত করা।

মূল শব্দসমূহ (Keywords): ধোঁয়াবিহীন তামাক, জর্দা, কর, রাজস্ব, বাজেট ২০২০-২১, বাজার মনিটরিং, জর্দার পাইকারি বাজার।

প্রারম্ভিক:

বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২ কোটি ২০ লক্ষ (২০%)[১] হলেও এর ওপর যথোপযুক্ত করারোপ, কর বৃদ্ধির ও কর আদায়ের বিষয়টি কখনোই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। যার ফলে সরকার মোটা অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। অথচ তামাক পণ্যের উপর কর বৃদ্ধি তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে সারা বিশ্বে সুপরিচিত। তামাকপণ্যের কর বৃদ্ধি একই সাথে ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমাতে যেমন কার্যকর, তেমনি দেশের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এমতাবস্থায়, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার করথা বিবেচনা করে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের ওপর যৌক্তিক পরিমাণে ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে করারোপ এবং ধারাবাহিকভাবে কর বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘদিন ধরে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু প্রতি বছরই তাদের হতাশ হতে হচ্ছে তাদের। তবে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের কর কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অর্থ বছরে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার দাম ১০ টাকা বাড়িয়ে ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বাজারে এই মূল্য বৃদ্ধির প্রতিফলন কতটুকু কা জানা প্রয়োজন। এটি একই সাথে কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পেলেও তাই ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং এই মূল্য বৃদ্ধি ে ক্রেতার উওপরে ে কেমন প্রভাব ফেলছে তা জানতেই এ গবেষণা।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য (জর্দা) এর মূল্য বৃদ্ধির ফলে বাজারমূল্যে এর প্রতিফলন এবং ক্রেতার ওপরে এর প্রভাব নিরুপন। ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার দাম ১০ টাকা বাড়িয়ে ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে তার কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ ও ধোঁয়াবিহীন তামাকের অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা তুলে ধরার লক্ষ্যেই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। বাজেট পরবর্তী ধোঁয়াবিহীন তামাকের মূল্য পর্যালোচনা ও তা ক্রয়-বিক্রয়ের উপর এর প্রভাব নির্ণয়ও এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি, স্থান ও সময়কাল:

গবেষণার জন্য বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য জর্দাকে বেছে নেয়া হয়। গবেষণাটি সম্পাদনের লক্ষ্যে Qualitative and Quantitative উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা হলেও এতে Semi Structural Questionnaire ব্যবহার করে Primary Data Collection পদ্ধতিতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট পাশ হবার আগে এবং বাজেট পাশ হবার ৩০ দিন পর অর্থাৎ ২০২০ সালের আগষ্ট মাসে দেশের ৬টি জেলা (Randomly Selected) তথা ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুর-এর জেলা শহরের মূল পাইকারি বাজারের পাইকারি দোকান হতে একই সময়ে এই গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ৫টি সংগঠন মিলে উক্ত ৬টি জেলা থেকে জর্দার মূল্যের বাজেট পূর্ববর্তী ও বাজেট পরবর্তী অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করেন। তারই প্রেক্ষিতে পাওয়া তথ্য নিয়েই এই গবেষণার ফলাফল নির্ণয় করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

দেশের ৬টি জেলা থেকে জর্দ্দার বর্তমান বিক্রয় মূল্য ও বাজেট পূর্ববর্তী বিক্রয় মূল্য নিয়ে করা এ গবেষণায় মোট ১২৫টি জর্দ্দার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যার মধ্যে মোট ৪৬ টি কোম্পানির ৫৪টা ব্র্যান্ডের জর্দা পাওয়া গেছে। গবেষণায় দেখা যায়, বাজেটের আগে যে মূল্য ছিল বাজেটের পরেও অধিকাংশ জর্দ্দার ক্ষেত্রেই পূর্বের মূল্য বহাল রয়েছে। বাজেটের পরবর্তী সময়ে জর্দ্দার মূল্য বৃদ্ধির এই হার শতকরা হিসেবে মাত্র ৪৩ শতাংশ। গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র ২৪ টা কোম্পানি বাজেটের পর মূল্য বৃদ্ধি করেছে এবং মোট ৩০টি ব্র্যান্ডের জর্দ্দার মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। যে ২৪টি কোম্পানি মূল্য বৃদ্ধি করেছে, তারাও তাদের সব ব্র্যান্ডে মূল্য বৃদ্ধি করেনি। অপরদিকে যে কয়েকটি জর্দ্দার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, সেগুলো পূর্বের মূল্য থেকে মাত্র ১টাকা থেকে ২টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র ণ্টি কয়েকটিতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫টাকা। গড়ে এই বৃদ্ধির হার মাত্র ১.৭২ টাকা। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতিতে ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা বাস্তবে ক্রেতাদের উপর কোন প্রভাবই ফেলতে পারেনা। গবেষণায় আরো দেখা যায়, পাশকৃত বাজেট মূল্য অনুযায়ী জর্দ্দা বিক্রয়ের হার ০%। অর্থাৎ, সংগ্রহকৃত ১২৫টি জর্দ্দার কোনটিই ২০২০-২১ অর্থ বছরে পাশকৃত বাজেটে উল্লেখকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে না । সুতরাং এ ফলাফলে এটিই প্রতীয়মাণ হয় যে, মূলত জর্দ্দার বাজারে বাজেটের কোনই প্রভাব পরেনি, এমনকি প্রভাব পরেনি বিক্রেতাদের উপরও । তবে, বাজেট অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধি করা হলে তা রাজস্ব বোর্ডের কর বৃদ্ধিতে সহায়ক হতো। এবং পাশাপাশি ভোক্তাদের ব্যবহারেও প্রভাব ফেলতে পারতো।

- **১২৫টি জর্দ্দার ৭১টিতেই বাজেটের পর মূল্য বৃদ্ধি হয়নি।**
- **বাজেটের পরবর্তী সময়ে ৫৭% শতাংশ জর্দ্দারই মূল্য বৃদ্ধি পায়নি।**
- **জর্দ্দার পূর্ববর্তী মূল্য থেকে বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির হার গড়ে মাত্র ১.৭২ টাকা ।**
- **কোন জর্দ্দার মূল্যই পাশকৃত বাজেট মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে না।**
- **২২ টি কোম্পানি বাজেট এর পর মূল্য বৃদ্ধি করেনি।**
- **২৪টি ব্র্যান্ডের কোন মূল্য বৃদ্ধি হয়নি।**

[১] গ্লোবাল এ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭

সংগ্রহীত বিভিন্ন ওজনের এই জর্দ্দা যে মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে, ব্র্যান্ড ভেদে তার পার্থক্য লক্ষণীয়। দেশের অধিকাংশ জর্দ্দার মূল্য অনেক কম হওয়ায় তা ভোক্তার জন্য যেমন সহজলভ্য তেমনি এর মূল্য বৃদ্ধি করলেও তা ভোক্তার উপর খুব বেশি প্রভাব পড়ে না। এই গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণত জর্দ্দার মোড়ক গুলি ৫ গ্রাম থেকে ২০ গ্রামেরই বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া ১০, ১৫, ২৫, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৬৫, ৭০, ১০০, ১৫০, ২০০ সহ বিভিন্ন ওজনের হয়ে থাকলেও এগুলোর মূল্যও খুবই কম। আবার ওজন একই হলেও ব্র্যান্ড ভেদে মূল্যের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়, তারতম্য লক্ষ্য করা যায় মোড়ক ভেদেও। বাজেট অনুযায়ী ৫ গ্রাম জর্দ্দার মূল্য ২০ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও বাজারে প্রাপ্ত এসকল জর্দ্দার মূল্য ছিল সর্বনিম্ন ৩ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৬ টাকা, গড়ে ৭ টাকা করে। একই ভাবে বাজেট অনুযায়ী ১০ গ্রাম জর্দ্দার মূল্য ৪০ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও বাজার ঘুরে দেখা যায় ১০ গ্রাম জর্দ্দা বিক্রয় করা হচ্ছে সর্বনিম্ন ৮ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০ টাকা, গড়ে ১৩ টাকা করে । যার সার সংক্ষেপ হলো, বাজেটে ধোঁয়াবিহীন তামাকের মূল্য বৃদ্ধি করা হলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না, যার একমাত্র কারণ ধোঁয়াবিহীন তামাকের সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকা। নিচের চিত্রে সংগ্রহকৃত জর্দ্দার বাজেটের পূর্বের ও পরের (বর্তমান) বিক্রয় মূল্য তুলে ধরা হলো:

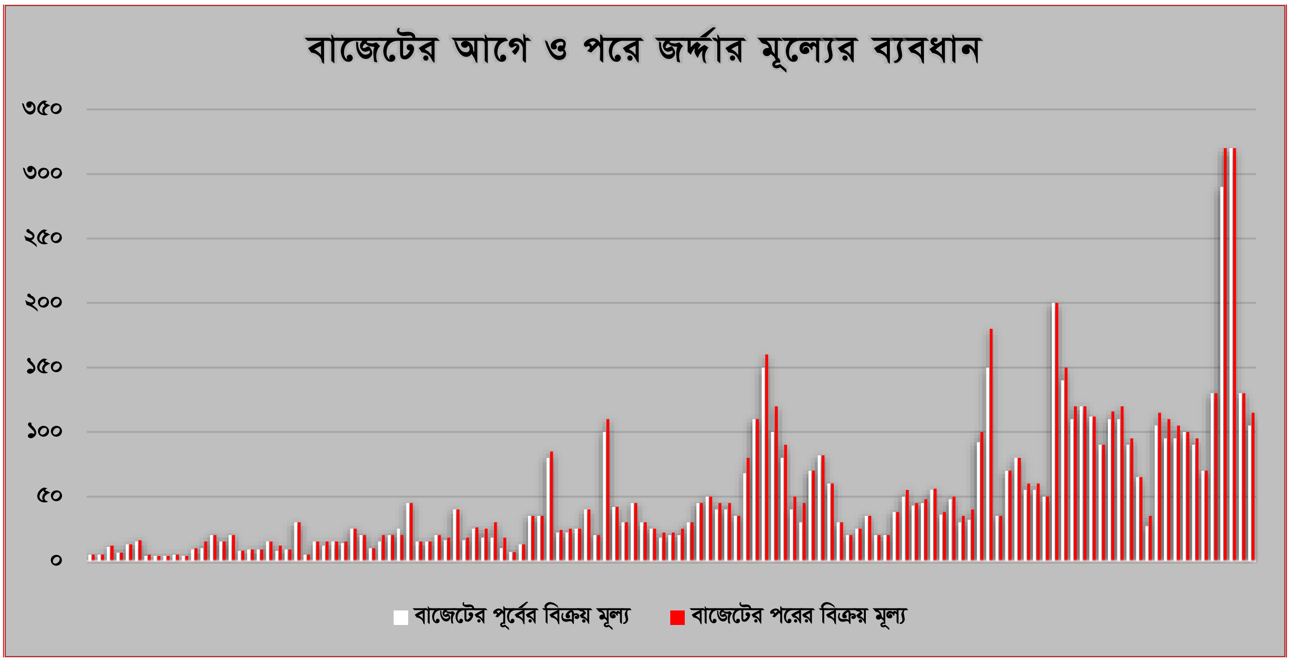

চিত্র ১: বাজেটের আগে ও পরে জর্দ্দার মূল্যের ব্যবধান

নিচের সারণীতে বাজারে সর্বাধিক প্রচলিত কয়েকটি ওজনের জর্দ্দার বাজেট মূল্য ও বর্তমান বিক্রয় মূল্য তুলে ধরা হলো:

সারণী ১: ওজন অনুযায়ী জর্দ্দার বিক্রয় মূল্য ও বাজেট অনুযায়ী বিক্রয় মূল্য

ওজন (*গ্রাম*)	বাজারে বর্তমানে সর্বনিম্ন বিক্রয় মূল্য	বাজারে বর্তমানে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য	বাজারে বর্তমানে গড় বিক্রয় মূল্য (টাকা)	২০২১-২১ অর্থ বছরে পাশকৃত বাজেট অনুযায়ী মূল্য (টাকা)
৫	৩	১৬	৭	২০
১০	৮	২০	১৩	৪০
১৫	৫	৩০	১৮	৬০
২০	৭	৪৫	২২	৮০
২৫	২৪	৮৫	৩৬	১০০
৩০	২২	৪৫	৩২	১২০
৪০	৩৫	৮০	৫১	১৬০
৫০	২০	১৮০	৫৩	২০০
৬৫	৫০	৮০	৭০	২৬০
১০০	৩৫	১৫০	১০১	৪০০
২০০	২০০	২০০	২০০	৮০০

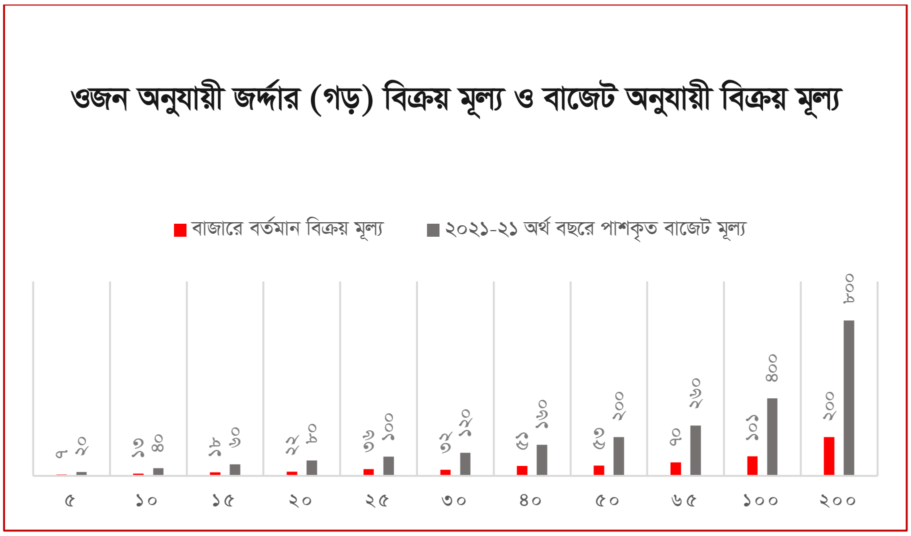

চিত্র ২: ওজন অনুযায়ী জর্দ্দার (গড়) বিক্রয় মূল্য ও বাজেট অনুযায়ী বিক্রয় মূল্য

প্রতিবন্ধকতা ও সুপারিশ:

বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দ্দা, গুল) ব্যবহার করেন। অথচ মোট তামাক রাজস্বের ১ শতাংশেরও কম আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। এর মূল কারণ হলো ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের রাজস্ব আদায়ে রাজস্ব বোর্ডের উদাসিনতা এবং আগ্রহের অভাব। কিন্তু ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকেও সরকারের বাড়তি রাজস্ব আয়ের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। যদিও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে কর আদায় করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর আদায় পদ্ধতিটি কোম্পানি ভিত্তিক হওয়ায় অধিকাংশ ধোঁয়াবিহীন তামাক কোম্পানিই কর ফাঁকি দিচ্ছে। তাই ধোঁয়াবিহীন তামাককে করের আওতায় আনতে হবে বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে সবার আগে। সুতরাং একটু কৌশলী হলেই এই কর আদায় করা সম্ভব হবে। আর সে লক্ষ্যেই এখানে কিছু **প্রতিবন্ধকতা** ও সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

	প্রতিবন্ধকতা	সুপারিশসমূহ
১.	অধিকাংশ ধোঁয়াবিহীন তামাক কোম্পানির নিবন্ধন না থাকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাদেরকে করের আওতাভুক্ত করতে পারছে না।	ট্রাকিং, ট্রেসিং ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে এবং সঠিক পদ্ধতিতে কর আদায় করতে প্রতিটি এলাকায় তামাকপণ্যের পরিবেশককে টার্গেট করে ছোট-বড় সকল তামাক কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করা এবং তালিকা অনুযায়ী অনিবন্ধিত তামাক কোম্পানিকে নিবন্ধনের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর নিবন্ধন রি-ইস্যু বাধ্যতামূলক করা।
২.	অনিবন্ধন কোম্পানি সহজেই নাম ঠিকানা ও স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে থাকে।	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেসকল তামাক কোম্পানি নিবন্ধন না করবে তাদের পন্য ধ্বংস ও বাজেয়াপ্ত করা, সেই সাথে তাদেরকে অর্থদন্ড ও কারাদন্ডের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা;
৩.	এক কোম্পানির অধিক ব্র্যাণ্ড থাকলেও সেইসব তথ্য রাজস্ব বোর্ডকে দেওয়া হয় না, ফলে সঠিকভাবে রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়না।	নিবন্ধিত কোম্পানী কর্তৃক সকল পণ্যের ব্র্যাণ্ডের তথ্য, বিক্রয়ের এলাকা ইত্যাদি রাজস্ব বোর্ডের কাছে প্রেরণ বাধ্যতামূলক করা এবং নিবন্ধনে উল্লেখিত ব্র্যান্ড বাদে অন্য কোন ব্র্যান্ড বাজারে পেলে এবং নিবন্ধনে উল্লেখিত এলাকা বাদে অন্য এলাকায় ঐ পণ্য পেলে সেই পন্য ধ্বংস ও বাজেয়াপ্ত করা, সেই সাথে তাদেরকে অর্থদন্ড ও কারাদন্ডের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করা ইত্যাদি।
৪.	বিভিন্ন সাইজ ও ধরনের মোড়ক রাজস্ব আদায়ে এবং সঠিক মনিটরিং এর অন্যতম অন্তরায়।	ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আদায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যকে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং-এর আওতায় আনা।

	প্রতিবন্ধকতা	সুপারিশসমূহ
৫.	ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের কোন ব্র্যান্ডরোল না থাকায় রাজস্ব আদায় বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে।	রাজস্ব ফাঁকি রোধে প্রতিটি ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে কর আদায় নিশ্চিত করতে বারকোড পদ্ধতিসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা;
৬.	মূল্যস্ফিতি অনুযায়ী দাম বৃদ্ধি না পাওয়ায় তা ক্রেতার ব্যবহারে কোন প্রভাব ফেলে না।	মূল্যস্ফিতি ও ক্রয়সামর্থ বৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে মূল্য নির্ধারণ, মূল্যের ওপর শতকরা হারে সম্পূরক শুল্কের পাশাপাশি সুনিদ্রিষ্ট সম্পুরক শুল্ক আরোপ করা এবং প্রতিবছর যৌক্তিক হারে মূল্য ও কর বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের সর্বনিন্ম ওজন ও সর্বনিন্ম মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া।
৭.	খুচরা বিক্রয় ও সাদা পাতা বিক্রয় রাজস্ব ফাঁকি এবং ভোক্তাদের ব্যবহার বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ।	মোড়ক ভেঙ্গে খুচরা বিক্রয় ও মোড়কহীন সাদা পাতা বিক্রয় বন্ধ করা এবং নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা না হলে কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৮.	ধোঁয়াবিহীন তামাক কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হওয়া।	জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা এবং নীতিতে ধোঁয়াবিহীন তামাক বিষয়ে সুনিদ্রিষ্ট বিধান যুক্ত করা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যদি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে কর আদায়ে উদ্যোগী হলে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের কর ফাঁকির রোধ করা অনেকটই সম্ভব হবে।

এই গবেষণাটি সম্পাদন করেছে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)।
গবেষণাটিতে তথ্য আদায় ও অন্যান্য সহযোগিতা করেছে এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট।
গবেষণা উপদেষ্টা ছিলেন আর্ন্তজাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন।